আজকের কাগজ

তারিখ 27 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের দুর্নীতি

ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে জমা হয় না

শহীদুজ্জামান/নাজমুল কবির শিপন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত লাখ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা হয় না। বিভিন্ন খাতে ভুয়া ব্যয় দেখিয়ে পুরো টাকাটাই মেরে দেয়া হয়। এ ধরনের দুর্নীতি ধরা পড়েছে সম্প্রতি 'ঘ' ইউনিটের অডিটে। অন্যান্য ইউনিটেও একই ধরনের অনিয়ম রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

গত কয়েক বছর ধরে ভর্তির জন্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র, প্রশ্নপত্র ছাপা, পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা পরীক্ষা করা, ফলাফল তৈরি করা, পরীক্ষকদের আপ্যায়ন, সদস্যদের ফিস প্রভৃতি নানা খাতে এ সব টাকা ব্যয় করা হয়। খরচ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থের প্রায় সবটাই বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা দেয়ার কথা। কোনো কোনো সময় সংশ্লিষ্ট অনুষদের শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্যে কিছু পরিমাণ অর্থ একটি বিশেষ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যবস্থা আছে।

সম্প্রতি 'ঘ' ইউনিটে অডিট করে দেখা যায় প্রায় দশ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। গত চার বছরে 'ঘ' ইউনিটে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির নাম করে পঞ্চাশ লাখ টাকার কাছাকাছি আদায় করা হয়। সঠিকভাবে ব্যয় করলে এর অর্ধেক টাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হতো। কিন্তু নানাভাবে আদায়কৃত অর্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আত্মসাত করা হয়েছে।

১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত 'ঘ' ইউনিটে ছাত্র ভর্তির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডীন বর্তমানে নৃতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী। গত চার বছরে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী একাই লাখ টাকার মতো নিয়েছেন। কোনো বছর ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানীও নিয়েছেন।

অডিট রিপোর্টে দেখা যায়, গত ৪ বছরে কয়েক লাখ টাকা খরচ করে শিক্ষক-কর্মচারিদের আপ্যায়ন করা হয়েছে বলে হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে অনেক ভুয়া রশিদ পাওয়া গেছে যার সব টাকাই মেরে দেয়া হয়েছে। বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করে প্রতি বছর ডীন কার্যালয়ের পর্দা কেনা হয়েছে বলে রশিদ জমা দেয়া হলেও সে সব পর্দা ডীন অফিসে কখনও দেখা যায়নি। একইভাবে কাপ, প্লেট ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার খরচ দেখানো হলেও সেগুলোর কোনো হদিস নেই। গত চার বছরে ডীন অফিসে ৪ জন কর্মচারিকে প্রায় দেড় লাখ টাকা অতিরিক্ত পারিশ্রামিক দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই টাকার সামান্য অংশ কর্মচারিরা পেয়েছে। বাকি টাকা জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এমন কি শিক্ষকদের সই জাল করেও টাকা তুলে মেরে দেয়া হয়েছে বলে অডিট রিপোর্টে প্রমাণ মেলেছে। 'ঘ' ইউনিটের জন্যে বহু মালামাল কেনার নাম করে কয়েক বছর ধরে বিশাল অংকের টাকা মেরে দেয়া হয়েছে। যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মালামাল কেনা হয়েছে বলে রশিদ দেখানো হয়েছে সে সব ভাউচার ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'ঘ' ইউনিটে অডিট শুরু হবার পর থেকেই ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে থাকেন। অথচ কিছুদিন আগেও উপাচার্য নিয়োগে অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি বর্তমান উপাচার্যের কাছে ধর্ণা দিতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য, ঘটনা ধামাচাপা দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক তদন্ত রিপোর্টই আলোর মুখ দেখে না। দেখলেও সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এই অনিয়মের ক্ষেত্রেও সে ধরনের আশংকা রয়েছে বলে জানা যায়।